দৈনিক সংবাদ ৩৭

তারিখ ... JUL 14 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে

১৯৯৮ সালে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দেশের শ্রেষ্ঠ পলিটেকনিক হিসেবে স্বীকৃতি পাইয়াছিল। ইহা সকলের নিকট গর্বের বিষয়। কিন্তু এই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কেহ কেহ যে দুর্নীতিতে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তাহা অবশ্য অনেকের জানা নেই। এই ইনস্টিটিউটে অসংখ্য দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কিছু কিছু প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক এ জন্য আমার এই পত্র প্রয়াস। এই ইনস্টিটিউটে এমন কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন যাহাদের বৎসরে কোন নৈমিত্তিক ছুটি বা অর্জিত ছুটি কিছুই গ্রহণ করিতে হয় না। গত আগস্ট-সেপ্টেম্বর, '৯৮ সময়ে জনৈক ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান প্রায় ১ মাস ইনস্টিটিউটে আসেন নাই, যদিও ইনস্টিটিউট খোলা ছিল। তিনি গত ১০-০৪-৯৯ তারিখ ও গত ২৩-০৬-৯৯ তারিখেও ইনস্টিটিউটে পদার্পণ করেন নাই। ইহার জন্য তাহার কোন অর্জিত ছুটি বা নৈমিত্তিক ছুটির দরখাস্তের আদৌ প্রয়োজন পড়ে নাই। ঐ একই বিভাগের জনৈক শিক্ষক গত জানুয়ারি '৯৯ মাস হইতে আইআইটি গাজীপুরে অধ্যয়নরত থাকার কারণে ইনস্টিটিউটে অনুপস্থিত থাকিয়াও বড়কর্তাকে ম্যানেজ করিয়া কমপক্ষে এপ্রিল '৯৯ মাস পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফটের ভাতা গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখ্য, ক্লাস না নিলে দ্বিতীয় শিফটের ভাতা পাওয়া যায় না এবং দ্বিতীয় শিফটের বিলে বড়কর্তার প্রতিস্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, এই বড়কর্তা তিন বৎসরেরও অধিককাল একই পদে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এবং এই ধরনের কাজ বল্গাহীনভাবে করিতেছেন।

পলিটেকনিক সিস্টেমে ন্যূনতম ৭০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থাকিলে কোন ছাত্রছাত্রী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না। কিছু পরীক্ষার্থী ন্যূনতম ৭০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থাকিয়াও কোন কোন বিভাগীয় প্রধান ও বড়কর্তাকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং আরও কিছু কিছু পরীক্ষার্থী ঐ একই পদ্ধতিতে ফেল করা বিষয়েও পাস করিয়াছে। এমনকি কোন কোন বিভাগীয় প্রধান খাতার ভিতরে নম্বর দেওয়ার জায়গা না থাকিলেও খাতার উপরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নম্বর যোগ করিয়া পাস করাইয়াছেন। শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা খাতা অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর ও টেবুলেশন শিটের নম্বরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হইয়াছে।

এই ইনস্টিটিউটের জনৈক বিভাগীয় প্রধান কয়েকটি প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস লইতে, তাহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে এবং ছাত্রীদের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করিয়া তাহার সংগঠন পরিচালনা করিতে যাইয়া সময়াভাবে ইনস্টিটিউটের ক্লাস ঠিকমত লইতে পারেন না।

উল্লেখিত বিষয়াবলীর যথাযথ আশু ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা সচিব, মাননীয় মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোল্লা নূরুল ইসলাম
শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা-১২০৭।